রবীন্দ্রসঙ্গীতে মৃত্যুচিন্তা

তৌহিদ হোসেন

লক্ষ্য ঃ এ-প্রবন্ধের লক্ষ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিবৃত মৃত্যুচিন্তার উৎস, বিশেষত্ব ও মৌলিকত্বের সন্ধান। এবং সেই সূত্রে কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত আস্বাদন।।

মূখ্য শব্দগুচ্ছ ঃ মৃত্যু। আস্তিক-নাস্তিক। রবীন্দ্রনাথ। বরণ। সমন্বয়।।

মৃত্যুর পর কী?

— নিখাদ বস্তুবাদী তথা নাস্তিকের কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। কেননা তিনি মানেন, প্রকৃতির যেসব উপাদানের সংমিশ্রণে প্রাণ ও চৈতন্যের উদ্ভব, মৃতদেহ আবার সেইসব উপাদানে ফিরে যায়। বাস্তবিক, 'আত্মা বলে কোনও কিছু পড়ে থাকার কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি মেলেনি।'[১] সুতরাং এটাই সত্য যে, প্রাণসমন্বিত শরীরের বিনাশের সাথে সাথে ব্যক্তিসত্ত্বাও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু জগৎসংসারে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ, যে-দলে আমিও পড়ি, এই চরম সত্যকে মেনে নিতে পারেন না। তাঁরা কোনও-না-কোনও ভাবে নিজ সত্তার অমরত্ব প্রত্যাশা করেন। এই প্রত্যাশাই তাঁকে নিয়ে যায় অধ্যাত্মমার্গের দিকে। অর্থাৎ আত্মা-ঈশ্বর-পরলোক ভাবনায়। এ-সূত্রে আমরা, সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ, প্রশ্নহীন বিশ্বাস ও আশ্বাস বুকে নিয়ে জীবন কাটাই। প্রশ্ন যদি-বা কিছু জাগে তা ওই 'সাগর-লহরীর সমান' অর্থাৎ ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয়ে আবার ধর্মের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। অবশ্যই তাতে তারতম্য থাকে। এবং কখনও কখনও দেখা দেয় দ্বিধা-সংশয়ও। কিন্তু আস্তিক্যবাদের মধ্যেই কিছু ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘস্থায়ী — কোনও কোনও ক্ষেত্রে শতাব্দ-সহস্রাব্দ ব্যাপী — উচ্চচূড়া নির্মাণ করেন দার্শনিক ও কবিরা। এ-প্রসঙ্গে যে নামটি, বিশেষত ভারতীয় সাহিত্যে, সর্বাগ্রে স্মরণে আসে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। রীতিসম্মত ভাবে তাঁকে দার্শনিক হয়তো বলা যায় না, কিন্তু এতে কোনও সংশয় নেই যে, প্রায় তিন হাজার বছরের ভারতীয় দর্শন ও কাব্যের সমন্বয়জাত এক অপূর্ব সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। এবং যেহেতু 'রবীন্দ্র-বাণীর গহনগম্ভীর ঝঙ্কার তাঁহার গানে', 'কবিভাবনার অধ্যাত্মচিন্তার সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দ ও সহজ প্রকাশ তাঁহার গানে'[২], সুতরাং তাঁর গানের মধ্যেই আমরা খুঁজব কবির মৃত্যুচিন্তার রূপরেখাটিকে। প্রয়াস থাকবে সেই মহৎ চিন্তার স্বরূপটিরও আভাস দেওয়ার।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন আস্তিক। পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে তিনি ব্রাহ্ম এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসূত্রে উদার হিন্দু। এই উদারতার সূত্রেই তিনি বৌদ্ধ, সহজিয়া বাউল, বৈষ্ণব, আলোকপন্থী সুফি-দরবেশদের ঐতিহ্যকেও নিজের চেতনায় গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। যীশুর করুণা ও ক্ষমা এবং হজরত মহম্মদের (স) সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ তাঁকে আকৃষ্ট করলেও, এই